ভারতে চিতা

অত্যধিক বেপরোয়া শিকার কার্যক্রমের কারণে 1952 সালের অনেক আগেই ভারতে চিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরা আবার খবরের শিরোনামে ফিরে এসেছে কারণ ভারতে বিগ বিড়ালটিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য দশকের পর দশক ধরে চলা পরিকল্পনাটি আবারও কিছু ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাচ্ছে।

2021 সালের ডিসেম্বরে কোভিড 19 মহামারী এবং পরবর্তীতে নামিবিয়ায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে পরিকল্পনাটি একটি বাধার সম্মুখীন হওয়ার পরে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

চিতার শারীরিক বৈশিষ্ট্য

WBCS Exam এর দৃষ্টিকোণ থেকে চিতা সম্পর্কে কিছু বিবরণ আপনার জানা উচিত:

- চিতা হল সবচেয়ে দ্রুততম স্থলজ প্রাণী, যার দ্রুততম গতির রেকর্ড রয়েছে 93 এবং 98 কিমি/ঘন্টা (58 এবং 61 মাইল প্রতি ঘণ্টা)।
- এটি একটি বিগ বিড়াল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এটি ফেলিডে পরিবারের অন্তর্গত।
- এদের একটি ছোট গোলাকার মাথা, একটি হালকা শরীর এবং একটি বৃত্তাকার দাগযুক্ত কোট রয়েছে।
- এদের লম্বা রোগা শরীর ও লম্বা লেজ রয়েছে।

আফ্রিকান চিতা বনাম এশিয়াটিক চিতা

আফ্রিকান চিতা	এশিয়াটিক চিতা
বৈজ্ঞানিক নাম: Acinonyx Jubatus	বৈজ্ঞানিক নাম: Acinonyx Jubatus Venaticus
আফ্রিকা মহাদেশে হাজার হাজার সংখ্যায় পাওয়া যায়।	শুধুমাত্র ইরানে পাওয়া যায় যেখানে 100টির কম প্রজাতি অবশিষ্ট রয়েছে।
এশিয়াটিক প্রতিপক্ষের চেয়ে সামান্য বড়।।	আফ্রিকান চিতাদের চেয়ে সামান্য ছোট।
এদের সামান্য বাদামী এবং সোনালি চামড়া রয়েছে যা এশিয়াটিক চিতাদের চেয়ে পুরু।	এদের ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের চর্বিযুক্ত ত্বক থাকে এবং এদের শরীরের নীচে বেশি পশম থাকে, বিশেষ করে পেটে।
এশিয়ান প্রজাতির তুলনায় এদের মুখে অনেক বেশি দাগ এবং রেখা রয়েছে।	এদের মুখে অনেক কম দাগ এবং রেখা রয়েছে।
আফ্রিকান চিতাগুলি সংখ্যায় অনেক বেশি এবং বিপদগ্রস্ত প্রজাতির (IUCN) লাল তালিকায় দুর্বল হিসাবে তালিকাভুক্ত।	এশিয়াটিক চিতা সংখ্যায় খুবই কম এবং বিপদগ্রস্ত প্রজাতির (IUCN) লাল তালিকায় গুরুতরভাবে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আফ্রিকান চিতাদের অনেক বৈচিত্র্যময় শিকারের ঘাঁটি রয়েছে যা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত।	এশিয়াটিক চিতাদের তাদের আফ্রিকান প্রজাতির তুলনায় অনেক কম শিকারের ঘাঁটি রয়েছে। এরা শুধুমাত্র ছোট এবং মাঝারি আকারের প্রাণী শিকার করে।

ভারতে চিতার পুনঃপ্রবর্তন

যদিও এই প্রকল্পটি এক দশক দীর্ঘ, তবে 2020 সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিকল্পনাটি এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার পরে এটি ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে।

- যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল এশিয়াটিক চিতাকে ইরান থেকে ভারতে আনা, কিন্তু দুই দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের কারণে, পরিবর্তে আফ্রিকান চিতা প্রবর্তনের পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়।
- কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের 19 তম বৈঠকে "ভারতে চিতা প্রবর্তনের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান" প্রকাশ করেছিল।
- ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA) এখন আগামী 5 বছরের মধ্যে নামিবিয়া থেকে 50টি আফ্রিকান চিতা আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- 10-12 তরুণ চিতা প্রথম বছরে প্রতিষ্ঠাতা স্টক হিসাবে চালু করা হবে।
- মধ্যপ্রদেশের কুনো পালপুর ন্যাশনাল পার্ক (KNP) এই চিতাদের আবাসিক প্রথম স্থান।
- এগুলি বিদেশ মন্ত্রকের সহায়তায় নামিবিয়া এবং/অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হবে।
- এই চিতার প্রতিটিতে একটি ইনবিল্ট স্যাটেলাইট জিপিএস সহ একটি রেডিও কলার লাগানো হবে।

- চিতা বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন 1972-এর তফসিল 2-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যদিও এই আইন প্রণয়নের অনেক আগেই এটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিক উন্নয়নসমূহ

চিতা টাস্ক ফোর্সের জন্য চিতা স্থানান্তর করার জন্য কোন সময়সীমা নেই। ভারত সরকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এবং/অথবা নামিবিয়া চুক্তিটি চূড়ান্ত করার সাথে সাথে স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু হবে।

- কুনো পালপুর জাতীয় উদ্যান চিতাদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার পথে রয়েছে।
- নতুন অতিথিদের কাছ থেকে শিকারিদের দূরে রাখতে বেড়া দেওয়া হচ্ছে।
- এই এলাকায় পর্যাপ্ত জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে কালভার্ট বসানো হবে।
- এই চিতাদের কার্যকলাপ এবং আশেপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে নজরদারি ক্যামেরাও স্থাপন করা হয়েছে।
- চিতার শিকারের পথে যে কোনো বাধা দূর করতে ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করা হচ্ছে।
- আক্রমনাত্মক প্রজাতি যেমন কাঁটাযুক্ত ঝোপ অপসারণ করা হয়েছে এবং সুস্বাদু ঘাস যেমন মিডিয়া ঘাস এবং মার্বেল ঘাসের পাশাপাশি কিছু বন্য লেবু এই অঞ্চলে রোপণ করা হয়েছে।
- চিতা শিকারের জন্য মধ্যপ্রদেশের নরসিংহগড় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য থেকে আরও চিতলকে এই অঞ্চলে আনার জন্য একটি চিন্তাভাবনা বিবেচনা করা হচ্ছে।